প্রশ্ন ঃ সত্যই 'ঈশ্বর' - গান্ধীজীর এই মত ব্যাখ্যা কর ।

অথবা, কেন গান্ধীজী সত্যকেই ঈশ্বর বলেছেন আলোচনা কর ।

উঃ গান্ধীজীর দর্শন সত্য অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত । গান্ধীজীর মতে সৃষ্টি বা জগতে সত্য ছাড়া আর অন্য কোনো কিছুর সত্তা নেই । পৃথিবী সত্যের উপর আশ্রিত তথা সত্যই হলো ঈশ্বর । সত্যই ধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা, সত্যের পালনেই শান্তি, প্রেম লাভ হয় । সত্য ছাড়া বিশুদ্ধ জ্ঞান হতে পারে না । যে সত্যকে জানে এবং মানসিক, বাচিক ও কায়িকভাবে তার পালন করে সেও ঈশ্বরকে চিনতে পারে । সত্য ছাড়া জীবনে কোনো নিয়ম চলতে পারে না । সত্য হলো স্বাবলম্বী, শক্তিমান, অসীম ও অনন্ত ; এর আরাধনাই হলো ভক্তি ।

ব্যক্তি জীবনে গান্ধী ছিলেন ধার্মিক পরিবারের সন্তান । শৈশব থেকেই পরিবারস্থ বৈষ্ণব ধ্যান ধারণা, প্রেম ও ভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হন । বৈষ্ণব চিন্তাবিদ্‌রা ঈশ্বরকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ঈশ্বর বলেই ভাবেন। তাঁদের মতে আবেগহীন নিস্পৃহ শীতল জ্ঞানমার্গ কখনই ঈশ্বরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না । ফলে তার সঙ্গে ব্যবধান সৃষ্টি হয় । বৈষ্ণব মতে ঈশ্বরকে অনুভব ও হৃদয়ঙ্গম করাই মোক্ষের উপায়। আর তা সম্ভব কেবল ভক্তি মার্গে, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে নিবেদনের মাধ্যমে । আর এই কারণে ভারতবর্ষে বৈষ্ণব মত জনপ্রিয় । এই মতে সহজিয়া পথ সকল মানুষের পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব ।

অন্যদিকে যেমন গান্ধীজি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অহিংসা নীতির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হতে থাকেন তেমনই অপরদিকে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রেম ও মানবতার বাণী থেকে প্রেরণালাভ করেন ।

সন্ত তুলসীদাসের বাণী, শ্রীভগবদ্‌গীতা, মনুস্মৃতি প্রভৃতি তাঁর চিন্তা-চেতনার মনন গড়ে তুলেছিল । আবার, উপনিষদের তত্ত্বকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন । এইসকল ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা থেকেই গান্ধীজির ভাবচেতনায় 'অহিংস ও সত্য' আদর্শের ভিত গ্রথিত হয়েছিল ।

পাশ্চাত্য ভাবধারার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবও গান্ধীচিন্তাধারায় পরিলক্ষিত হয় । তাঁর আত্মকথা থেকেই জানা যায় যে, জন রাসকিনের (1860) 'Unto the last' এবং লিও টলস্টয়ের (1894) 'The

kingdom of god is within you'-এই দুটি গ্রন্থ তাঁর জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা নির্মাণে দিশারী হয়েছিল । গান্ধীজির কথায় "Tolstoy's book 'The Kingdom of God is within you' overwhelmed me.

গান্ধীজির ভাষায়, ‘সত্যকে আমি রাম বলে জানি’। সত্যই ভগবান বলে মনে করেন গান্ধীজি । তরুন বয়সে লন্ডলে থিওলজিক্যাল সোসাইটির সাথে তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ধর্মীয়বোধ আরও প্রবল হয় । এখানে থাকাকালীন তিনি এডুইন আরনল্ডের দি সঙ্ সিলেস্শিয়াল এবং লাইট অব্ এশিয়া পাঠ করে অভিভূত হন । তিনি নতুনভাবে এক ধর্মীয় জগতকে যেন দেখতে পেলেন । তাছাড়া মাদাম ব্লাটাভস্কির কী টু থিয়োসফি -ও ছাত্রসুলভ মন নিয়ে পাঠ করে তৃপ্তি পেলেন । আসলে গান্ধীজি ছিলেন গভীর ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তি । গান্ধী ইয়ং ইন্ডিয়া এ মত প্রকাশ করেছেন যে ‘ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই, ঈশ্বর আছেন (God's existence cannot be does not need to be proved. God is?)’ তাই বিশ্বাস ও তদ্গত হয়ে প্রার্থনাই একমাত্র হাতিয়ার। তাছাড়া অত্যন্ত যত্নসহকারে একদিকে কোরান পাঠ করেন অন্যদিকে জরাথুষ্ট্রের বাণী হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলেন ।

গান্ধীজি তাঁর জীবনের প্রথমদিকে ‘ঈশ্বরই সত্য’ এরূপ মনে করতেন । পরবর্তীকালে তিনি এর বিপরীতে ‘সত্যই ঈশ্বর’ বলে মনে করেছেন এবং বিভিন্নভাবে তা ব্যাখ্যা করেছেন । গান্ধীজির মতে যা সত্য তাই সৎ (Sat or Reality) । আর সৎ -এর অর্থ হলো ‘যার নিষেধ বা অস্বীকৃতি হয় না’ । তাত্ত্বিকভাবে সৎ-এর অর্থ চরম সত্তা । চরম সত্তা অস্তিত্ববান। তাকে একটি নাম দেবার প্রয়োজন হয় । গান্ধীজী একেই ‘সত্য’ নাম দিয়েছেন । ঈশ্বরকেই একমাত্র সত্য বলা যেতে পারে, কেননা ঈশ্বরের নিষেধ বা অস্বীকৃতি সম্ভব নয় ।

কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি সত্যকেই ঈশ্বর রূপে অভিহিত করেছেন। অবশ্য এক্ষেত্রে যৌক্তিক সমস্যা দেখা দিতে পারে । ঈশ্বর সত্য আর সত্যই হলো ঈশ্বর - এই আবর্তন নিয়ম সম্মত নয় । কিন্তু আবর্তনের ক্ষেত্রে যদি দুটি পদই একরূপ হয় তাহলে সরল আবর্তন সম্ভব হতে পারে । তাই যৌক্তিকভাবে, ঈশ্বর সত্য এর থেকে বলা সম্ভব যে সত্যই ঈশ্বর ।